যুগান্তর

তারিখ ... 23 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... ৬ কলাম ... ২ .....

নিয়োগ পে-স্কেল এমপিও দাবি

অনশন-ধর্মঘটে শিক্ষকরা

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষকদের দুটি অংশ সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আমরণ অনশন ও ধর্মঘট করেছে। এর মধ্যে একটি অংশ জাতীয় পে-স্কেলে বেতন-ভাতার দাবিতে গত ১৩ দিন ধরে অবস্থান ধর্মঘট করছে। আরেক অংশ এমপিওর দাবিতে সোমবার আমরণ অনশন শুরু করেছে। এছাড়া এক সভা থেকে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী অবিলম্বে নিয়োগ দাবি করেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা।

এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সৃষ্টপদে নিয়োগপ্রাপ্ত নন-এমপিও বাংলাদেশ শিক্ষক ঐক্য পরিষদের ডাকে সোমবার বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকরা অনশন শুরু করেন। সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ চন্দ্র রায় বলেন, ২০১১ সালের নভেম্বর থেকে সরকার ঘোষণা দিয়ে সৃষ্ট পদে এমপিওভুক্তি বন্ধ করেছে। এ কারণে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষক এমপিওবঞ্চিত আছেন। তিনি বলেন, সরকারের এ সিদ্ধান্তে সবাই ভোগান্তি পোহাচ্ছেন। না খেয়ে, অর্ধাহারে অনেকে দিন কাটাচ্ছেন। তার দাবি, এমপিও না পেয়ে দুশ্চিন্তায় ১৭ ফেব্রুয়ারি রংপুর জেলায় সৃষ্ট পদের শিক্ষক একেএম আবদুল বাতেন হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিনি ২০১১ সালের নভেম্বরে জারি করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র বাতিল করে শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির রাস্তা সুগম করার দাবি করে বলেন, এটি বাতিল করে এমপিওভুক্তির নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন চলবে। প্রথম দিনের অনশনে আরও উপস্থিত ছিলেন— সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর, প্রচার সম্পাদক এনামুল হক, গৌরাঙ্গ দাশ, আমিনুর রহমান, রুমানা ফারজানা, আনোয়ার হোসেন, তপন কুমার সেন, হাশেম আলী, চন্দ্র কিশোর প্রমুখ।

একই দাবিতে এসব শিক্ষক ১৪ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ক্লাস বর্জন করেছেন। এদিকে জাতীয় পে-স্কেলে বেতন-ভাতা দাবিতে ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা ১৪ ফেব্রুয়ারি লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে। তারও আগে দু'দিন এসব শিক্ষক প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করেন।

এছাড়া ১১ ফেব্রুয়ারি একই দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেন তারা। সেই হিসাবে সোমবার তাদের আন্দোলনের ১২তম দিন অতিবাহিত হয়েছে। এতদিন তারা খোলা আকাশের নিচে রাস্তার পাশে অবস্থান করছেন। বাংলাদেশ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাশিক্ষক সমিতির ব্যানারে এ আন্দোলন করছেন ইবতেদায়ি মাদ্রাসার এসব শিক্ষক। এই সংগঠনের মহাসচিব কাজী মো. মোখলেছুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, সারা দেশে ৬ সহস্রাধিক মাদ্রাসা আছে। এর মধ্যে দেশের ৫ হাজার ৩২৯টি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার সাড়ে ২৬ হাজার শিক্ষক ২৯ বছর ধরে সরকারি বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। বাকি ১ হাজার ৫১৯টি একই ধরনের মাদ্রাসা অবশ্য ভাতা হিসেবে গত ২ বছর ধরে ১০০০ টাকা করে পাচ্ছেন। এর আগে পেতেন ৫০০ টাকা করে। এই পরিস্থিতির কারণে শিক্ষকদের আজ দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই আমরা এবার আন্দোলনে নেমেছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাব না।

সহকারী শিক্ষক সমাজ (পুল) : ওদিকে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও পুলভুক্ত প্রার্থীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদে নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন। সোমবার রাজধানীর মুক্তিভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজের (পুল) এক সাধারণ সভা থেকে এ দাবি জানানো হয়। সভায় বলা হয়, ২০১১ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তারা পরীক্ষা দিয়ে পুলভুক্ত হয়েছেন। পরে এসব বিদ্যালয় সরকার জাতীয়করণ করে। এ কারণে তাদের নিয়োগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বক্তারা বলেন, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে এ পর্যন্ত ৭২টি রিট মামলায় আড়াই হাজারের বেশি প্রার্থী মামলায় পক্ষভুক্ত হয়েছেন। তারা সর্বোচ্চ আদালতে মামলায় জয়লাভ করেছেন। তাই তাদের অনতিবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শাহ আলম। শিক্ষক নেতা শাহিনুর আল আমিন, শাফিউল ইসলাম, মনিরুজ্জামান, শাহজাহান সরকার প্রমুখ এতে বক্তৃতা করেন।